শেষ দান

রজনীকান্ত সেন

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে

মুদ্রিত

১৩৩৪

মূল্য ১৷৹

সূচী

সূচী

শেষ দান

দয়ার বিচার

আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে—
গর্ব্ব করিতে চূর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।
ওইগুলো সব-মায়াময় রূপে
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর;
আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর।

শেষ দান

যায় নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই, দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হ'য়ে আছি ভরপূর ;
তাই, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর।

ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায়, কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব্ব করিতে চূর !

হাসপাতাল

প্রাণের ডাক

তুমি কেমন দয়াল জানা যাবে,
তুমি কি আস্‌বে না ?
কাঙ্গাল ব'লে হেলা ক'রে
হৃদি-মাঝে এসে হাস্‌বে না ?

যে নিয়েছে তোমার শরণ
তারে দিলে অভয়-চরণ ;
আমি ডাকিতে জানিনে ব'লে
আমায় কি ভাল বাস্‌বে না ?
তুমি কি আস্‌বে না ?

রুদ্ধ দুয়ার

আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব ?
"ওগো, খুলে দাও", ব'লে আর কত পায়ে ধরিব ?

আমি লুটিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া অধীর,
হায় কি নিদয়, হায় কি বধির !
বুঝি, দেখিতে চায় গো, দুয়ার-বাহিরে,
মাথা খুঁড়ে আমি মরিব !
হায়, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব ?

ঐ কণ্টকযুত বন্ধুর পথে,
ছিন্ন রুধির-আপ্লুত পদে,—
আহা, বড় আশা ক'রে এসেছি, আমার
দেবতারে প্রাণে বরিব !
"ওগো, খুলে দাও", ব'লে কত আর পায়ে ধরিব ?

ঐ, ওপারে আলোক ঝিকিমিকি করে,
কি মধু-সঙ্গীত আসে বায়ু-ভরে,
আমি, এ পারে বসিয়া বিফল রোদনে,
আর কত কাল হরিব ?
আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব ?

হাসপাতাল
১লা জুলাই ১৯১০

দম্ভ

'মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা
তৃপ্ত করিবে কে ?
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া
ঊর্দ্ধে ধরিবে কে ?

রক্ত বহিবে মর্ম্ম ফাটিয়া,
তীক্ষ্ণ অসিতে বিঘ্ন কাটিয়া,
ধর্ম্ম-পক্ষে শর্ম্ম-লক্ষ্যে,
মৃত্যু বরিবে কে ?
অক্ষয় নব কীর্ত্তি-কিরীট
মাথায় পরিবে কে ?'

—বলিয়া সে দিন হুঙ্কার ছাড়ি
ছিন্ন করিনু পাশ,
(হায়) ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করিনু সর্ব্বনাশ !

চেয়ে দেখি, কেহ নাহি অনুচর,
মোর ডাকে কেহ ছাড়িবে না ঘর,
আমার ধ্বনির উত্তরে শুধু
মানবের পরিহাস ;
(আমি) ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করেছি সর্ব্বনাশ !

এই অন্ধ, মত্ত উদ্যমে আমি
বাড়াতে আপন মান,
সিদ্ধিদাতারে গণ্ডী-বাহিরে
করিনু আসন দান ;
তাই বিধাতার হইল বিরাগ,—
ভেঙ্গে দিল মোর শিবহীন যাগ,

শেষ দান

সকলি দম্ভ ধূলোয় ফেলিয়া
আজ ডাকি, ভগবান্‌!
হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ
কর তোমাগত প্রাণ।

হাসপাতাল

ভৈরবী মিশ্র—জলদ একতালা

চিরানন্দ

ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিদানন্দময় ;
সদানন্দে থাকেন যথা,
সেই যে সদানন্দালয় ।

সেথা, আনন্দ শিশির-পানে,
আনন্দ রবির করে,
আনন্দ-কুসুম ফুটি’
আনন্দ-গন্ধ বিতরে ।

আনন্দ-সমীর লুঠি’
আনন্দ-সুগন্ধরাশি,
বহে মন্দ, কি আনন্দ পায়
আনন্দ-পুরবাসী ।

শেষ দান

সন্তান আনন্দ-চিতে,
বিমুগ্ধ আনন্দ-গীতে,
আনন্দে অবশ হ'য়ে,
পদ-যুগে প'ড়ে রয় ;
সে যে সদানন্দালয় ।

আনন্দে আনন্দময়ী
শুনি সে আনন্দ-গান,
সন্তানে আনন্দ-সুধা
আনন্দে করান পান ।

ধরণীর ধূলো-মাটি,
পাপ-তাপ, রোগ-শোক,
সেখানে জানে না কেহ
সে যে চিরানন্দ লোক ।

লইতে আনন্দ-কোলে,

মা ডাকে, "আয় বাছা" ব'লে,

তাই, আনন্দে চ'লেছি, ভাই রে,

কিসের মরণ-ভয় ?

ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,

পিতা চিদানন্দময়।

হাসপাতাল

৬ই আষাঢ় ১৩১৭, রাত্রি

অন্তর্য্যামী

দ্যাখ্ দেখি, মন, নয়ন মুদে ভাল ক'রে,
ওই আলো ক'রে ব'সে কে আছে রে
তোর ভাঙ্গা ঘরে ?

কত যে ধূলো মাটি ছাই—
খাট-বিছানা দূরের কথা, আসনখানাও নাই ;
তবু করে নিকো অভিমান,
দুখী দেখে ওর ঝরে দুনয়ান,
এমনি দয়াল প্রাণ, এমনি কোমল প্রাণ—
ওরে তুই কর্ নিবেদন প্রাণের বেদন
প্রাণ বিলায়ে পায়ে ধ'রে।

ওরে, ওর কাঙ্গাল্-সখা নাম,
কাঙ্গাল-বেশে দেয় দেখা, আর পূরায় মনস্কাম ;
প্রেম, দয়া আর বরাভয়
দিয়ে, হেসে হেসে কত কথা কয়,—
আর কি দুঃখ রয়, আর কি ব্যথা রয় ?
যদি তুই প্রেম কুড়াবি, প্রাণ জুড়াবি
অভয়-পদে থাক্ প'ড়ে।

হিসাব-নিকাশ

(ওরে) ওয়াশীল কিছু দেখিনে জীবনে,
শুধু ভূরি ভূরি বাকি রে;
সত্য সাধুতা সরলতা নাই,
যা আছে কেবলি ফাঁকি রে!

তোর অগোচর পাপ নাই, মন,
যুক্তি ক'রে তা ক'রেছি দু'জন;
মনে কর্ দেখি? আমাদের মাঝে
কেন মিছে ঢাকাঢাকি রে?

কত যে মিথ্যা, কত অসঙ্গত
স্বার্থের তরে বলেছি নিয়ত;
(আজ) পরম পিতার দেখিয়া বিচার
অবাক্ হইয়া থাকি রে!

রুদ্ধ ক'রেছে আগে গল-নালী,
তীব্র বেদনা দেছে তাহে ঢালি,
করি কণ্ঠরোধ, বাক্যজ পাতক
হ'রেছে,—খোল্ না আঁখি রে !

এমনি মনোজ, কায়জ পাতক
ক্রমে লবে হরি' পাপ-বিঘাতক ;
নির্ম্মল করিয়া, 'আয়' ব'লে লবে
সুশীতল কোলে ডাকি রে !

হাসপাতাল

ন্যায়ের ভবন

এই দেহটা তো নই রে আমি,
নইলে, 'আমার দেহ' বলি কেমনে !
তবে দেহ ছাড়া কিছু তো আছে,
ও-যা যায় না পুড়ে, দেহ-নিধনে।

আমার আমিত্বটুকু, এই দেহের সনে ভাই,
চিরকালের মত যদি পুড়ে হ'তো ছাই.
(তবে) এত আকুল অসীম আশা,
এ অনন্ত প্রেম-পিপাসা,
সবি বিফল; এ অবিচার কেনই হবে
ন্যায়ের ভবনে !

দেখ্‌তে পাচ্ছি আপন চোখে,
প্রমাণ চাইনে তার,
হেথা হয় না সকল পাপের শাস্তি,
পুণ্যের পুরস্কার ;

না হয় যদি এ জীবনে,
আর হবে না, ভাব্‌ছ মনে ?
হবেই হবে, হ'তেই হবে, ফাঁকিজুকি
চলে না তার সনে।

বেলাশেষে

সে ব'স্‌ল কি না ব'স্‌ল তোমার শিয়রে,—
তুমি মাঝে মাঝে মাথা তুলে,
সেই খবরটা নিয়ো রে।
(ও সে ব'স্‌ল কি না)

সে তো তোমার সাথেই ছিল,
কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিল
তোমার ন্যায্য পাওনা,
বাকি নাই একটীও রে ;
একটু পায়ের ধূলো বাকি আছে,
একবার মাথায় দিয়ো রে।
(এই যাবার বেলায়)

চাওনি তারে একটী দিন,
আজ হ'য়েছ দীন-হীন !
সে ছাড়া, আর সবাই ছিল প্রিয় রে ;
আর খাস্‌নে রে বিষ, পায়ে ধরি,
(তার) প্রেম-সুধা পিও রে।
(দিন ফুরাল)

হাসপাতাল

অবোধ

ও মন, এ দিন আগে কেমন যেত ?
এখন কেমন যায় রে ?

গদির উপর গভীর নিদ্রা,
টানা-পাখার হাওয়ায় রে !
আর ভোরে উঠেই নূতন টাকা,
আর তোরে কে পায় রে !

আমার সাধের ছেলে-মেয়ে
হেসে চুমো খায় রে !
আজ কেন লাগ্‌ছে না ভাল ?—
ভাব্‌ছ এ কি দায় রে !

মনের সুখে পাখীর মত
গাইতে যখন, হায় রে,
তখন "হরি হরি" ব'ল্‌তে বটে,—
(কিন্তু) পোষা পাখীর প্রায় রে!

সুখের দিন ত ফুরিয়ে গেছে,
—তবু মন কি চায় রে!
হাঁ রে নিলাজ, চক্ষু মুদে,
দেখ্‌ আপন হিয়ায় রে!

তুই ক'রেছিস্‌ তারে হেলা,
সে তোর পাছে ধায় রে;
আর ভুলিস্‌নে, পায়ে ধরি,
মজাস্‌নে আমায় রে!

হাসপাতাল

দয়াল আমার

যেখানে সে দয়াল আমার
বসে আছে সিংহাসনে,
সেখানে ত হয় না যাওয়া
পাপ-কণিকা নিয়ে মনে।

আছে ভাল-মন্দ ছেলে,
কারুকে সে দেয় না ফেলে ;
শুধু প্রেমের আগুন জেলে,
পুড়িয়ে নেয় সে আপন জনে

আগুন জেলে, মন পুড়িয়ে
দেয় গো পাপের খাদ উড়িয়ে,
ঝেড়ে ময়লা-মাটি, ক'রে খাঁটি,
স্থান দেয় অভয়-শ্রীচরণে।

সেই আনন্দ-মন্দির-মাঝে,
আনন্দ-সঙ্গীত বাজে,
নাহি ব্যথা, অশ্রু, বিষাদ,
(সে) সদানন্দ নিকেতনে।

দেখ্ কেমন তার ভালবাসা,
মিটায় আনন্দ-পিপাসা,
আগে, না পোড়ালে খাদ র'য়ে যায়,—
সে আনন্দ পাবে কেমনে ?

হাসপাতাল
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

মিশ্র ঝিঁঝিট—জলদ একতালা

অন্তিমে

(মোরে) এ উৎকট ব্যাধি দিয়ে,
কি শঙ্কটে ফেলে নিয়ে,
বুঝাইয়া দিলে যবে
সকল চিকিৎসাতীত,

না হইলে নিরুপায়,
নিলাজ ফেরে না হায় ;
তাই শরণ লইতে হ'লো
তোমারি চরণে পিতঃ ।

যার যেটা এ সংসারে
তীব্রতম আকর্ষণ,
তাই আগে ছিন্ন করি'
ফিরাইয়া লহ মন ;

নতুবা সংসারে মজি'
তোমারে ভুলিয়া থাকি,
ধূলো নিয়ে খেলা করি—
তোমারে ত নাহি ডাকি!

মধুরে ডেকেছ তবু
চেতনা হয়নি প্রভু,
অবিশ্রান্ত কশাঘাত
না হ'লে কি জাগে চিত ?

দীর্ঘ দিবা রাত্রি পেয়ে
বেত্রাঘাত অনিবার,
বুঝিলাম যবে পিতঃ
এ শুধু স্নেহের মার ;—

এ টুকু সহিতে হবে,
নতুবা কি হতে পারি
অনশ্বর সে অনন্ত
আনন্দের অধিকারী ?

শেষ দান

তিক্ত ভেষজের মত
রোগের যন্ত্রণা যত,
ব্যাধিমুক্ত ক'রে, সখা
খেতে দিবে প্রেমামৃত।

হাসপাতাল

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী

শরণাগত

কত বন্ধু, কত মিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী শত শত
পাঠায়ে দিতেছ, হরি, মোর কুটীরে নিয়ত।

মোর দশা হেরি তারা
ফেলিয়াছে অশ্রুধারা;
(তারা) যত মোরে বড় করে, আমি তত হই নত।

(তারা) একান্ত তোমার পায়,
এ জীবন ভিক্ষা চায়,
(বলে) "প্রভু, ভাল ক'রে দাও তীব্র গলক্ষত।"

শুনিয়া আমার, হরি,
চক্ষু আসে জলে ভরি,
কত রূপে দয়া তব হেরিতেছি অবিরত।

শেষ দান

এই অধমের প্রাণ,
কেন তারা চাহে দান ?
পাতকী নারকী আর কে আছে আমার মত ?

তুমি জান, অন্তর্য্যামী,
কত যে মলিন আমি,
রাখ ভাল, মার ভাল, চরণে শরণাগত।

হাসপাতাল
১৬ই আষাঢ় ১৩১৭, রাত্রি

করুণার দান

তীব্র বেদনা যবে
ঢেলে দিলে মোর গলে,
কত যে দিয়েছি গালি,
নির্ম্মম নিদয় ব'লে।

তখন বুঝিনি আমি,
দয়াল হৃদয়স্বামী
পাঠায়েছে শুভাশিষ
দারুণ বেদনা-ছলে।

অভ্রান্ত বিচারপতি
দিবে না যে অব্যাহতি,
বুঝিয়া, বুঝানু মনে,
আর যেন নাহি টলে।

শেষ দান

কিছু দিন পরে, হরি,
বুঝিনু অতীতে স্মরি',
জ্ঞানকৃত পাপরাশি
যায় কি শাস্তি না হ'লে ?

অনৃত অসরলতা
যায় কি—না পেলে ব্যথা ?
হয় কি সরল ফণী,
যষ্টি-আঘাতে না ম'লে ?

তার পরে ভেবে দেখি,
এ যে তাঁরি প্রেম ! এ কি !
শাস্তি কোথা ?—শুধু দয়া,
শুধু প্রেম—প্রতিপলে !

হাসপাতাল

পদাশ্রয়

আজি বিশ্বশরণ, রাখ পায় হে !
ঐ ভৈরবে গরজে প্রভঞ্জন বায় হে !

আমি ক্লিষ্ট ভীত নিরুপায় হে—
এই জীর্ণ তরণী ডুবে যায় হে—
মরণ-সিন্ধু-তরঙ্গমালায় হে ;
চমকি' চাহি দীননাথ হে
তপ্ত বিষয়-মরুভূমি-মাঝে
তব করুণা-বারি পাত হে !

যবে মোহ-জলদ করি ভেদ
বিমল জ্ঞান-সুধাকর তব
দূর করে অবসাদ হে,
নিঠুর দৈব-অভিশাপ-মাঝে
হেরি মুক্ত কুশল আশীর্ব্বাদ হে !

—————।

জীবন-তরণী

আরে মনোয়া রে, করলে আভি
দরিয়া-বিচ্‌মে নঙ্গর্‌;
দিন্‌রাত-ভর্‌ কিস্তি চলায়া,
মিলানে কোই বন্দর্‌।

আরে জ্ঞান্‌-ভক্তি দোনো ধারা
বহে, কহে বেদ-তন্তর্‌,
তোঁম্‌কো নয়া রাস্তা কোন্‌ বতায়া,
কোন্‌ দিয়া তুম্নে মন্তর্‌?

কিস্তি ভর্‌কে লয়া কেত্‌না
লাখ্‌ রুপেয়া হুন্দর্‌;
সব গামাকে বহুৎ ভুখাহো,
আজি জ্বল্‌তা অন্দর্‌।

আরে খেয়াল কর্‌লে দাঁড় হাল সব্
খরাব হুয়া যন্তর্,
তিন বর্‌খা পার হুয়া, আউর
ফুটা হুয়া অন্তর্।

আরে ডুব্‌নে লাগা কিস্তি,
পানিমে হৈ হাঙ্গর্;
আরে কেত্‌না ফুটা বন্দ্ করোগে,
মুখে বোলো শিও-শঙ্কর্।

উত্তিষ্ঠত

তবু ভাঙ্গে না ঘুমের ঘোর,
ছাখ্ হয়েছে যামিনী ভোর !
ওই নবীন তপন মহা জাগরণ
আনে না নয়নে তোর !

শিয়রে গগন-চুম্বি-শির,
(ও সে) অচল সৌম্য ধীর—
কোটি নির্ঝর ঝর ঝর ঝরে—
কোটি নয়ন লোর ;
দেখায় নীরবে ইন্দ্রপ্রস্থ পানিপথ চিতোর ।

ওই নীল-সিন্ধু-জল,
চির-গর্ব্বিত-চঞ্চল—
তীব্র আবেগে করিছে প্রহত
বধির দুয়ার তোর ;
বলে 'জাগ জাগ', নতুবা ডুবে যা
অতল গর্ভে মোর ।

উদ্বোধন

ক'টা যোগী বাস করে আর
তোদের সাধের হিমালয়ে ?
ক'জন করে ব্রহ্মচিন্তা
গুহায় সমাধিস্থ হ'য়ে ?

ক'জন বোঝে মিথ্যে কায়া ?
ক'জন কাটে ভবের মায়া ?
হরি বল্‌তে ক'টা চক্ষে
যায় গো প্রেমের ধারা ব'য়ে ?

ক'জন শোনে শাস্ত্র কথা ?
ক'জন বোঝে পরের ব্যথা ?
দেশের চিন্তা ক'জন করে—
স্বার্থত্যাগের মন্ত্র ল'য়ে ?

শুনেছিস্ গাণ্ডীবের কথা,
আর সেই ভীমের ভীষণ গদা,
শক্তিশেল আর আগ্নেয়াস্ত্র
থাক্‌তো কাদের অস্ত্রালয়ে ?

ক'খানা বাণিজ্য-তরী
গৃহজাত পণ্য ভরি',
ভারত-জলধি-জলে
ভাসে গো অকুতোভয়ে ?

ধনী ছিলি যে সব ধনে,
স্বপ্ন ব'লে হয়রে মনে ;—
তোরা কি সেই পূজ্য জাতি ?
জন্ম তোদের সে অন্বয়ে ?

———

পিলু—ঝাঁপতাল

সোনার ভারত

কোন্ দেশের উত্তরের সীমায়
ধরার মাঝে শ্রেষ্ঠ গিরি ?
কোন্ দেশের আর তিন পাশেতে
রয়েছে সমুদ্র ঘিরি ?

কোথায় শ্যামল মাঠে ফলে
থোকা থোকা সোনার ধান ?
—সে আমাদের সোনার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোন্ দেশে যমুনা গঙ্গা
সিন্ধু গোদাবরী বয় ?
কোন্ দেশের সুগন্ধি ফুলে
মিষ্ট ফলে জগৎ-জয় ?

কোথায় বনে বনে দোয়েল
　　　　পিক পাপিয়া করে গান ?
—সে আমাদের সোনার ভারত,
　　　　আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোথায় জন্মে ছিল রাজা
　　　　হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির ?
ধনঞ্জয় আর ভীষ্ম দ্রোণ
　　　　জন্ম কোথায় শিবাজীর ?

কোন্ দেশের অব্যর্থ লক্ষ্য—
　　　　ভয়শূন্য বীরের বাণ ?
—সে আমাদের সোনার ভারত,
　　　　আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোন্ দেশেতে আছে চিতোর
　　　　পানিপথ আর হল্‌দিঘাট ?
কোন্ দেশেতে বনে বনে
　　　　ক'র্‌ত ঋষি বেদপাঠ ?

কোথায় স্বামীর সনে সতী
চিতায় উঠে স্বর্গে যান ?
—সে আমাদের সোনার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

———

সুপ্রভাত

জাগো, জাগো, ঘুমায়ো না আর।
নব রবি জাগে,
নব অনুরাগে,
ল'য়ে নব সমাচার।

সুরভি-দিগ্ধ গন্ধ-বহন
হরষ অলস মন্দ গমন
সুপ্ত চক্ষে আনি জাগরণ,
(কহে) "ত্যজ আলস্য-ভার।"

মৌন বিহগ প্রভাত-সঙ্গে
জাগি, বিলাইছে সুর তরঙ্গে,
নব মঙ্গল শুভ্র বারতা—
আশিষ দেবতার।

শেষ দান

এস ছুটে এস কর্ম্মক্ষেত্রে,
চেয়ো না মুগ্ধ অলস নেত্রে,
এত দিন পরে, শুষ্ক অধরে
হেসেছেন মা আমার।

ফুল্ল-কুশল-কমলাসনা,
শুভ্র-পুণ্য-ক্ষৌম-বসনা,
এসেছেন ফিরে, এস নতশিরে
চরণ-যুগলে নমি তাঁর!

গৌরী—একতালা

সফলতা

আজকে তোদের আশার গাছে
ফল ধ'রেছে, ভাই!
ভেবেছিলি এক মুঠির জন্যে
কার্ বা দ্বারে যাই।

আর কি তোদের দুঃখ আছে,
ফ'ল্ল সোনা তুঁতের গাছে,
কোমর বেঁধে উঠেপ'ড়ে
লাগ্ দেখি সবাই।

পুথি নে' কেউ পড়্না ক'সে,
তাঁত নিয়ে কেউ যা' না ব'সে,
সোনার সূত্র ওই উঠেছে,
ভাবনা কিছুই নাই।

শেষ দান

অন্নপূর্ণা এলেন ঘরে,
সোনার মালা হাতে ক'রে,
হাসিমুখে জয়-মালিকা
আয় গলে দোলাই !

ভৈরবী—কাশ্মীরী খেম্‌টা

অন্ধ

সেই চন্দ্র সেই তপন সেই উজ্জ্বল তারা।
সেই হিমাদ্রি সেই গঙ্গা সেই সিন্ধু-ধারা॥

সেই ভীম অতল জলধি—নাহি যার কূল-কিনারা।
সেই কুঞ্জ কুসুমপুঞ্জ অলিকুল-মাতোয়ারা॥

সেই হল্‌দিঘাট যার—মোছেনি রক্তধারা।
সেই পানিপথ চিতোর করিছে সবে ইসারা॥

পরপদতল-লেহনপটু স্বজন বন্ধু যারা।
দৈন্য-দুঃখ আনিল গেহে—এমনি লক্ষ্মীছাড়া॥

জাগ জাগ

মোহ-রজনী ভোর হইল, জাগ নগরবাসী,
পূর্ব্ব গগনে সূর্য্য কিরণ, দুঃখ-তিমির-নাশী।
আর্য্যকীর্ত্তি—মধুর গান,
বিহগ ঢালিছে অমিয়-প্রাণ,
যশ-পরিমল-পূর্ণ-পবনে কুসুম উঠিছে হাসি।

পাশরি সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব,
প্রাণে প্রাণে মিলনানন্দ,
জাগ জাগ, হের জগৎ উৎসব অভিলাষী।
কত মরকত কাঞ্চন মণি,
জ্ঞান ধরম নীতির খনি,
কুণ্ঠিত নহ লুণ্ঠিত হেরি অতুল বিভব-রাশি।

অলসে ঘুমায়ে রহিও না আর,
উৎসবে ঢাল প্রাণ তোমার,
হাসিছে বিশ্ব হেরি তোমারে ক্ষণিক সুখ-বিলাসী!

উদ্দীপনা

জেগে ওঠ দেখি মা সকল !
হের নব প্রভাতের নব তপন উজল,
শুন জন-কোলাহল ভরা আজি ধরাতল।

এত কলরবে যদি না ভাঙ্গিবে ঘুম,
(যদি) এ উষায় না ফুটিবে শকতি-কুসুম,
তবে জননি গো বল্, (আর) কোথা পাব বল ?

সীতা, সতী, চিন্তা, দময়ন্তী, লীলা, খণা,
সাবিত্রী, অহল্যাবাঈ, দ্রৌপদী, জনা,
মা গো, কোন্ দেশে আছে বল্ হেন মণি নিরমল ?

কেশ কেটে দিস্‌নি কি ধনুকের ছিলা ক'রে ?
'মেরা ঝান্সি নেহি দেগা'—মনে কি পড়ে ?
মা গো, কোন্ দেশে বল্ সতী প্রবেশে অনল ?

শক্তিরূপিণী তোরা আত্ম-বিস্মৃতা হায়,
এই নব ব্রত ধর, বর মাগো দেব-পায় ;
ঐ শকতি-সম্বল ল'য়ে হইব সফল।

কিসের সাড়া ?

নিরানন্দ-ভরা ভারতে আজি কেন এ হরষ-চিহ্ন ?
এলো কিরে, সে দিন ফিরে, যে দিন ধর্ম্মকথা ভিন্ন
আর ছিল না আলোচনা, পাপ অনাচার ছিল ঘৃণ্য !

(যে দিন) হ'ত বেদের জয়ধ্বনি, সত্য ছিল মাথার মণি,
এ সংসার অনিত্য গণি' মায়া-বন্ধন ক'রে ছিন্ন,
ভোগবিলাসী বনে আসি অনশনে হ'য়ে শীর্ণ,
কাতর প্রাণে ভগবানে ডেকে ডেকেই হ'ত ধন্য !

মুক্তি ছিল জীবের লক্ষ্য, সর্ব্বভূতে সম সখ্য,
(সদা) জয়যুক্ত ধর্ম্মপক্ষ, ছিল না পাপের মালিন্য ;
ধান্যে ভরা বসুন্ধরা, নাহি ছিল দেশে দৈন্য ;
ভক্তের পাশে দেবতা এসে হতেন নিজে অবতীর্ণ !

আশা

কবে অবশ এ হৃদয় জাগিবে—
প্রাণে সুমতি-সমীরণ বহিবে ?
ত্যজিয়ে আত্মকলহ, মিলেমিশে অহরহ,
প্রাণ শুধু আনন্দে ভাসিবে !

কবে হব ধর্ম্মভীত, নীতিপথের অধীন,
প্রাণ-শশি-উপদেশে হইব কলুষহীন,
পরমেশ পদে মতি হবে ?
আজি ঊষা-আগমনে আশা জাগিয়াছে মনে,
বুঝি অন্ধ জনে নয়ন পাইবে !

শুভ যাত্রা

অনন্ত কল্লোলাকুল কাল-সিন্ধু-কূলে
উত্তরিল স্বর্ণতরী, অব্যাহত গতি,—
অভ্রান্ত অচল লক্ষ্য। হের ফুল্ল ফুলে
তরুণ প্রভাত করে মঙ্গল-আরতি—
মধুপ-গুঞ্জনে, বন-বিহঙ্গের গানে,
আরক্ত অরুণ-দীপে। অজ্ঞাত নগর
হ'তে দিল সাজাইয়া, কেবা সাবধানে,
বিচিত্র বিপুল পণ্য? তারকা-নিকর
দিয়া বিধি লিখি দিল ধীরে উড়াইয়া
অপূর্ব্ব পতাকা ওই তরণীর গায়!

সৌম্য ধীর কর্ণধার কহিছে ডাকিয়া,
'সাগর-তীর্থের যাত্রি, যাবি যদি আয়
নবীন উৎসাহ ল'য়ে, বুকে বাঁধি বল,
ভাসাব' সোণার তরী, চল্ তোরা চল্।'

নবীন উদ্যম

অন্তহীন জ্ঞান-গগনে নবীন তপন-ভাতি রে।
এস এস সব বন্ধু মিলিয়া নবীন পুলকে মাতি রে॥

কর্ম্ম অসীম, বিপুল বিশ্ব,
আমরা মলিন ক্ষুদ্র নিঃস্ব,
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিন্ধু
কেবল সাথি রে।

দ্বেষ-হিংসা-দূষিত চিত্ত
পদে পদে বাধা ছড়াবে নিত্য,
স্থিরলক্ষ্যে যাইব চলিয়া
চরণে দলি অরাতি রে।

সকলেরি যিনি পরম সহায়
জীবনে কখন ভুলিব না তাঁয় ;
মঙ্গলময় স্নেহ-আশিষ
লব নত শির পাতি রে !

শারদ সন্ধ্যা

আজি এ শারদ সাঁঝে,
ঐ শোন দূরে পল্লীমুখর কাঁসরঘণ্টা বাজে !

দিনমণি যায়—"বিদায় বিদায়"
বিহগ-কণ্ঠে দিশি দিশি ধায়,
উদ্দাম বেগে মরম আবেগে
মত্ত তটিনী চলিছে ;
ধীরে ধীরে তীরে তীরে, শ্লথ মন্থর বীচিমালা ফিরে
গাহিয়া সবারি কাছে ।

পবনে গগনে জনে জনে বনে
ঐ কল্লোলময়ী গীতি—
নিখিল বিশ্বে একই রাগিণী
ধ্বনিতেছে নিতি নিতি ;
একই মন্ত্রে একই সাধনা একই আরতি রাজে,
মনোমন্দির মাঝে !

ইমন কল্যাণ—একতালা

মিলনোৎসব

সন্ধ্যা-সমীরে, ধীরে ধীরে,
একটী দিবস পলায় রে।
অতীত তিমিরে, সিন্ধু-গভীরে
একটী জীবন মিশায় রে।

নব নব আশা, নূতন ভরসা
জাগিছে হৃদয়ে রে।
নব শকতি-বলে সঁপিব সকলে
(জীবন) স্বদেশ-সেবায় রে।

আজি শুভ দিনে, শুভ সম্মিলনে
কত সুখ কত প্রীতি রে।
ভাই ভাই মিলি, (দেহ) প্রীতি-কোলাকুলি,
ভুলি সব অন্তর রে।

সঁপি সব আশা, দুঃখ-পিয়াসা,
দেব পরম চরণে রে।
আজি যেই ভাবে, মিলেছিনু সবে,
বিধি যেন এমনি মিলায় রে।

জমিদার

আমরা ভূম্যধিকারী বঙ্গে,
সদা এয়ার-বন্ধু-সঙ্গে
কত ফূর্ত্তিতে করি সময়-হত্যা,
তাস, পাশা, চতুরঙ্গে।

মোদের highly furnished room,
তাতে দিন-রাত 'দেরে তুম্'—
ঐ তব্‌লার চাঁটি, 'বাহবা'র চোটে
নাই পড়শীর ঘুম।

চল্‌ছে সুন্দর টানাপাখা,
তার ঝালরে আতর-মাখা,
আর হর্‌দম পান-তামাক চল্‌ছে,
গল্প চল্‌ছে ফাঁকা।

আছে ডজন চারেক চাকর,
ব'সে, মাচ্ছে মাছি ও মাকড়,
(দেখ) তাদেরো মাথায় আলবার্ট টেরী
(ভুড়িটীও বেশ ডাগর)
তারাও রসিক নাগর।

মোদের আছে পেয়ারের ভৃত্য,
তারা যোগায় মেজাজ নিত্য ;
আর উদর পূরিয়া প্রসাদ পাইয়া
'বা ! খুসী' তাদের চিত্ত।

বাইরে সমাজের ধারো ধারি,
বাড়ীতে পূজোর জমক ভারি ;
আবার half a score বাবুর্চ্চি আছে,
রেঁধে দেয় চপ, কারি।

রোজ ছানা ও মাখন চলে,
আমরা রোদে গেলে যাই গ'লে,
ওই কস্তূরী দিয়ে দাঁত মাজি, আর
আঁচাই গোলাপ জলে।

দেশে কত দুখী ভাতে মরে,
তাদের দেইনে পয়সাটী হাতে ক'রে ;
তারা গেট থেকে পেয়ে অর্দ্ধচন্দ্র
রাস্তায় প'ড়ে মরে।

কিন্তু D. M., D. S., D. J.
এলে, ভয়ে ঘেমে উঠি ভিজে,
তাদের খানা দেই আর বুট চাটি,
(আহা) নতুবা জনম মিছে।

খেয়ে, স্কুলে severe beating,
ওই First Book of Reading,
হাঁ, প'ড়েছিনু বটে, এখনো ভুলিনি—
"The blind man is bleating."

যত সাহেব-সুবোর সনে
বলি ইংরেজি প্রাণপণে,
ওই First Bookএর বিদ্যের চোটে,
তারাও প্রমাদ গণে।

Brainএ সয়নাক' গুরু চাপ্‌টা,
আর প'ড়েই বা কোন্ লাভটা ?
'Yes,' 'no' আর 'very good' দিয়ে
বুঝালেই হ'লো ভাবটা।

আমরা এত যে আরামে থাকি,
তবু কোন রোগ নাই বাকী—
Dyspepsia, Debility, আর
কিছু কিছু ঢেকে রাখি।

ক'রে প্রজার রক্ত শোষণ,
করি মোসাহেব-দল-পোষণ ;
আর প্রজার বিচার আম্‌লারা করে,
কোথায় আপীল মোসন ?

করি হাতীতে চড়িয়া ভিক্ষে,
কেহ না দিলে পায় সে শিক্ষে,
তারা ভিক্ষে-খরচা দিতে, জমি ছেড়ে
উঠেছে অন্তরীক্ষে।

তবু ঘোচে না ঋণের দায় ;
ওই খেয়ালেই তো মাথা খায় !
দেখ, সুবিধা ঘটিলে, দু'চার হাজার
এক রেতে উড়ে যায়।

ঋণ-শোধের উপায় কুত্র ?
শুধু অধঃপাতের সূত্র।
বাবা করেছিল, আমি উড়ালাম,
বাবার যোগ্য পুত্র !

ঠিক বলেছিল Darwin,
We are very sanguine,
মোদের জীবনটা এক চিরবাঁদ্‌রামি,
সম্মুখে শুধু ruin !

এই ছোট Autobiography
প'ড়ে, কে কি ভাবে তাই ভাবি—
কমলা গো ! তুমি কার হাতে দিলে
তোমার ঝাঁপির চাবি ?

সৃষ্টির কৌশল

ওরে মন, তোর জ্যোতিষে, হারায় দিশে
অবাক্ চেয়ে আকাশ-পানে,
ওরে ঐ কোটি বছর, রবির ভিতর
পুড়্ছে কি তা মালিক জানে!

এত কাঠ কোথায় থাকে, কে দেয় তাকে,
কোথা থেকে যুগিয়ে আনে?
চিরদিন সমান জ্বলে, বিনা তেলে,
যায় না নিবে কোন্ বিধানে?

জ্বালাময় কিরণ রেখা, এমনি চোখা,
যায় না দেখা স্থির নয়নে,
সেই আলো চাঁদে প'ড়ে, বল্ কি ক'রে
ঠাণ্ডা হ'য়ে ধরায় নামে?

ঢেলে দেয় সুধার ধারা, এম্‌নি ধারা
কোটি তারা রয় বিমানে ;
এমনি ঠাণ্ডা গরম, শক্ত নরম
কত রকম কত স্থানে !

ভেবে দেখ সত্যাসত্য এদের তত্ত্ব
নাই বিজ্ঞানে, বেদ-কোরানে ।
মাথা তো একটুখানি, কতই জানি
ব'লে মরি অভিমানে ।—
কান্ত কয়, জ্ঞানের মালিক জ্ঞান না দিলে
জ্ঞান আসে কি ভেসে বানে ?

বিশ্ব-যন্ত্র

এম্‌নি ক'রে চাবি দিয়ে
দিয়েছে এই বিশ্ব-যন্ত্র ঘুরিয়ে,
কোটি কোটি বছর যাচ্ছে,
তবু চাবির দম যায় নাক' ফুরিয়ে !

বলিহারী, বাহবা, ওস্তাদের কেরামৎ !
(আর) অয়েল কত্তে হয় না, কত্তে হয় না মেরামৎ,
হোক না অন্ধ, কি কাণা,
সে পথের এম্‌নি ঠিকানা ;
বাঁকা সোজা রাস্তায় ওস্তাদ
কেমন ক'রে দিলে শূন্যে উড়িয়ে !

কোটি যোজন লম্বা ওই ধূমকেতুর পুচ্ছটী ;
(আবার) কত লক্ষ পৃথিবীর সমান ওই সূর্য্যটী ;

(ওটা) কি দিয়ে ভাই জ্বেলেছে ?
(আর) কতই আগুন ঢেলেছে ?
(কত) কোটি বছর, সমান জ্বল্‌ছে,
তাপ কমে না, যায় নাক' ভাই জুড়িয়ে !

(দেখ) কত তাহার ধ্বংস হ'চ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে,
(আবার) কত তৈরি হ'চ্ছে, নীচে মধ্যে আর উর্দ্ধে ;
নাইক' আদি কি অন্ত,
জড় কোথা ?—সব জীয়ন্ত !
কোথা থেকে কল টিপেছে,
কারিগরের কেমন লুকোচুরি এ !

১৫ আষাঢ় ১৩১৭, রাত্রি
হাসপাতাল

মধুমাস

নীল নভঃতলে চন্দ্র তারা জ্বলে,
হাসিছে ফুলরাণী ফুলবনে।
হরষ-চঞ্চল সমীর সুশীতল
কহিছে শুভ কথা জনে জনে।

মধুর মধুমাসে আকুল অভিলাষে
ধরণী-নিশাকাশে প্রকৃতি মৃদু হাসে,
কুজিছে পিক-বধূ ছড়ায়ে প্রাণমধু,
আজি কি রবে বসি নিরজনে?

বক্ষে বাঁধি আশা, হরষ লয়ে প্রাণে,
লক্ষ্যে রাখি আঁখি, চলিবে সাবধানে;
হের এ উৎসব যাঁহার করুণায়—
তিনি ত উৎসাহ-প্রদান-বাসনায়
মোদের সনে সুখে মিলিত হাসিমুখে
জ্ঞানের মধু-ফল-বিতরণে!

হারা-নিধি

জনম-জনম-ভরি গিরি নদী কানন,

চুঁড়ই জীবন-নিধিয়া হারে !

যব হাম ধরণী-পর, নীল গগন-তল

চলত মরীচিত বঁধূয়া হারে !

গেহ তেয়াগনু, দিবস গোঁয়ায়নু

অনশনে বহুত পিয়াসে হারে !

আজু মিলল সখি, হৃদয়কী রাজা,

আর নাহি ছোড়ব জিয়াসে হারে !

বিরহ

কি মধু-কাকলি ওরে পাখী,
তোরে হৃদয়-মাঝারে ধ'রে রাখি।
আমি যে উদাসী, চির-পরবাসী,
সেই মুখ-চেয়ে ব'সে থাকি!

[তোর] মধুমাখা গানে, [তারে] যেন কাছে আনে,
বসায়ে তাহারে প্রাণে;
(আমি) পুলকে যেন রে মরে থাকি!

রে বিহগ-সখা, আমি যে অভাগা,
মোর তরে [তোর] প্রাণ কাঁদে না কি?

অভিসারিকা

নয়ন-মনোহারিকে! গহন-বনচারিকে!
নব-বকুল-মাল-উরে, প্রেম-অভিসারিকে!
নূপুর পদ-চঞ্চলে, চপলা খেলে অঞ্চলে,
হরি-মিলন-ত্রস্ত-হৃদি—প্যারী-অনুকারিকে!

কুঙ্কুম-সুদিগ্ধ তনু চর্চ্চিত সুচন্দনে,
মালতী সুগন্ধ লুটে পীনকুচ-বন্ধনে;
দলিত পদে বল্লরী, চ্যুত কুসুম-মঞ্জরী,
মধুর-মৃদু-গীতি চির-মূক শুক-শারীকে!

তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল

প্রেমের ডাক

ঐ শোন কারে ডাকে ?
ওগো কে সে ?   ওগো কেন ডাকে ?
ওগো কোথা হ'তে ডাকে, কোথা থাকে ?

কোথা শুনেছি যেন সে গান !
চির-বিদায়ের সুর বাঁধা যেন
পথহারা মধুতান ;—
কি যেন কি সব—মনে পড়ে না তো !—
গান শুনে (এই) প্রাণে জাগে !

সে যে হাত দুটী দিল বাড়ায়ে,
কারে টেনে নিতে হিয়া-মাঝে—
গেল আঁখির পলকে হারায়ে !

গেল ! সে যে গেল !—ধর গো, তোমরা ধর গো,
ওগো ধর তাকে !

ওগো যেও না, ফেলে যেও না,
আমি একাকিনী (বনে) ভয় পাব—
তুমি অমন করিয়া চেও না,
ফেলে যেও না, তোমার পায়ে ধরি,
ওগো, কাঁদাতে কি (বড়) ভাললাগে ?

আহা পেয়ে যেন তবু পাইনে,
কি যেন পেলে সব পাওয়া হয়,—
আর যেন কিছু চাইনে !
(আমি) বনে বনে ঘুরি, ছুটে ছুটে মরি,
তুমি কাছে থাক তবু ফাঁকে ফাঁকে !
ঐ শোন কারে ডাকে ?

আশাহত

চল ফিরে চল, তারে পাওয়া যাবে না !
(এই) আঁকা বাঁকা ঘুরো পথ যে আর ফুরাবে না !

তারে নিয়ে গেছে পরীর দেশে,
ধরার সনে আর কি মেশে !
ধরার আঁখি নিয়ে তারে
দেখ্‌তে পাবে না !

আমার যে আর পা চলে না—
(তবু) 'আহা,' 'বাছা' কেউ বলে না ;
সে ছাড়া আর নয়ন-বারি
কেউ মোছাবে না !

কত দূরে কিসের মত,

আলো-আঁধার ছুট্‌ছে কত!

রইল ছায়া, গেল কায়া

ফিরে আস্‌বে না!

বেহাগ—একতালা

পরিণয়-মঙ্গল

মা, তোর স্নেহ-গগনে উদিল
আজি ফুল্ল যুগল চাঁদ গো ;
অবিরল ধারে বহিছে সুধা
নাহি মানে কোন বাঁধ গো ।

আজি এ মধুর রাতি,
সবে উঠিছে পুলকে মাতি ;
কত দিন পরে পূরিল, জননি,
তোমার প্রাণের সাধ গো ;
আজি ভুলে যাও যত দুঃখ যাতনা
দুর্ভাবনা বিষাদ্ গো ।

ফুল্ল যুগল রতনে
আজি বরিয়া লও গো যতনে।
দেহ মাথে তুলি বাম পদধূলি
কুশল আশীর্ব্বাদ গো,
এ শুভ মিলন অক্ষয় হোক
এই কর দীননাথ গো।

———

অভিনন্দন

এস, কর্ম্মজীবন-দীপ্ত, প্রতিভা-কিরণ-
মণ্ডিত, লোক-বন্দন !
এস, যশোনিধি, কীর্ত্তিবারিধি,
হৃদয়-নন্দন হে !

এনেছি মঙ্গল-হরষ-পূরিত
শুভ্র এ মরম-বরণ-ডালা,
সৌম্য ! ধীর ! প্রশান্ত-মূরতি
প'রেছ উজ্জ্বল বিজয়-মালা।

লহ, মুক্ত হৃদয়ের ভক্তি-জল, লহ
প্রীতি-ফুল-সুখ-চন্দন ;
লহ, দীন-সম্বল, প্রেম-বিরচিত
এ অভিনন্দন হে !

বন্দনা

(বল) কি দিয়ে পূজিব ও-চরণ !
দীন অকিঞ্চন মলিন হৃদয় ল'য়ে
কেমনে করিব, দেব, তব আবাহন !

সৌম্য মধুর তব শান্তোজ্জ্বল দেহ,
বদনে নীতি-কথা, নয়নে প্রীতি-স্নেহ,
বিপুল শাস্ত্ররাশি, মোহধ্বান্ত নাশি',
বিতরিছ দিশি দিশি পুণ্য-কিরণ ।

বরষে বরষে, গুরো, কত না আদর করি',
ধর্ম্মনীতি দিয়ে যাও এ দীন হৃদয় ভরি' ;
হিয়া কি পাষাণ হায়, রেখা নাহি পড়ে তায় !
কি হবে উপায় ? দেব, কর নিরূপণ ।

বিদায়

(আজি) দীন নয়ন সজল করুণ, কেন রে পরাণ কাঁদে—
লুটাইয়া অবসাদে ?
সোণার স্বপন ভাঙ্গিল নিয়তি
নিঠুর চরণাঘাতে !

মরমের কোণে লুকাইল আশ,
কোরকে ঝরিল কুসুম সুবাস,
তপ্ত বেদনা বহিয়া বাতাস
মূরছি পড়ে বিষাদে !

অন্ধ তিমির উজলি কিরণে,
আনি' জাগরণ সুপ্ত নয়নে,
উদিল অরুণ পূর্ব্ব গগনে,—
ডুবে গেল পরভাতে !

দেখ রে জ্ঞান-সাগর-যাত্রী,
ঊষায় তোদের আসিল রাত্রি ;
কে আর অকূলে লয়ে যাবে তরী—
কে আর যাইবে সাথে ?

* * * *

আজি শারদ মিলনে কেন রে
এত বাজিছে বেদনা পরাণে,
কেন ঝরিছে কুসুম অধীরে
কেন মুদিত তারকা গগনে ?

ব্যাকুল বেদনে ফিরিছে রোদন
আজি রে নয়নে নয়নে ;
কি যেন ছিল রে হিয়ার মাঝারে,
কে যেন মিশাল' পবনে !

কৃপণের ধনে কে লইল কাড়ি,
কেন হেন অকারণে ;
স্নেহমাখা তার শিববাণী আর
শুনিব না কভু কাণে ।

সেবকে কে আর তুষিবে সাদরে
অমৃত মদিরা-দানে,—
হাসিমুখে সদা কে ডাকিবে আর
আজ নিশি-অবসানে !

*   *   *

হৃদয়-কুসুমাঞ্জলি লহ, দেব, উপহার !
কি দিব তোমার মত, বল কিবা আছে আর !
তুমি যে যাইবে প্রভু, স্বপনে জানিনে কভু,
তোমার বিদায়-কথা,—শোক-শেল দুর্নিবার ।

জ্ঞান-মঞ্চে বসি' উচ্চে, হেলা করনিক' তুচ্ছে,
দীনধনি-নির্ব্বিশেষে সবে সম ব্যবহার ।
সঙ্কল্প-পালনে রত, ধর্ম্মবীর সত্যব্রত,
নিষ্কলঙ্ক সমুজ্জ্বল কি দৃষ্টান্ত চমৎকার !

অসহায় প্রাণ কাঁদে, হৃদে না ধৈরয বাঁধে,
না পারি গাহিতে গান, ছিঁড়িছে মরম-তার।
শত অপরাধ ভুলি', দাও ও-চরণ-ধূলি,
যেথা থাক লভ চির-আশীর্ব্বাদ দেবতার।

গৌরী—ঝাঁপতাল

উপদেশ

গুরুবাক্য শিরে ধর,
সজ্জনের সঙ্গ কর,
সদালাপে কাল হর,
অবশ্য কুশল হবে।

নিজ ধর্ম্মে মতি রেখ,
সাধুর জীবন দেখ,
সে জীবনী পড়, শেখ,—
তোমারেও সাধু ক'বে।

বিষধর সর্পসম
কুসঙ্গ বর্জ্জন করি',
পাপ-রিপু, প্রবঞ্চনা,
পরপীড়া পরিহরি'

বিধাতার প্রেম-বলে
বিশ্বপ্রেমে যাও গ'লে,
বাধা-বিঘ্ন পদে দ'লে,
"জয় জগদীশ" রবে।

অচলা ভকতি রেখ
জনক-জননী-পদে,
পিতামাতা ধ্রুবতারা
কুটিল জীবন-পথে ;—

ভাই-বোনে ভালবেসো,
দুখে কেঁদো, সুখে হেসো,
ভুল' না বিভুর পদ
ধরণীর কলরবে।

ছিন্ন মুকুল

ফুল যে ঝরিয়া পড়ে, কথা নাহি মুখে।
তার ক্ষুদ্র জীবনের বিকাশ, বিনাশ,—
তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাস
র'য়ে গেল কিনা এই মর মর্ত্ত্য-বুকে,—
সে কি তা দেখিতে আসে ? হেসে ঝ'রে যায়।

বনদেবী তার তরে নীরব সন্ধ্যায়,
প্রশান্ত প্রভাতে, বসি' একান্তে নির্জ্জনে,
নির্ম্মল স্মৃতির উৎস নয়নের নীর—
ফেলে যায় প্রতিদিন—পবিত্র শিশির,
অতি জীর্ণ পত্রাবৃত সমাধি-শিয়রে।

ভ্রমর ফিরিয়া যায় নিরাশ হইয়া।
শেষ মধুগন্ধটুকু কুড়ায়ে যতনে

ব্যথিত সমীর ফিরে আকুল ক্রন্দনে
লুপ্তপ্রায় জনশ্রুতি সমাধির পাশে।

কভু যদি কোন পান্থ পথ ভুলে আসে,
কহে তারে কাণে কাণে বিষাদ-স্পন্দনে,
"তোমরা এলে না আগে, দেখিলে না তারে,
ছোট ফুল, ঝ'রে গেল সৌরভের ভারে!"

*

অফুটন্ত মন্দার-মুকুল;
সে কেন ফুটিবে হেথা?—বিধাতার ভুল!
কোন্ অভিশাপ-ভরে, ধরায় পড়িল ঝ'রে,
শচীর কুন্তল-রূপী বিলাসের ফুল?

দেবতার উপভোগ্য, এ ধরা কি তার যোগ্য?
শুকাল',—দু'দিন দিয়ে সুরভি অতুল।
হায় হায়, কেন এলে? কেন গো চলিয়া গেলে,
আত্মীয়-বান্ধব-হৃদে হানি' শোক-শূল?

শেষ দান

কিছু তো জানিনে সখা, আর যে হবে না দেখা,
উৎসাহের আশা আজ(ই) হইবে নির্ম্মূল !
সাহিত্য-গগন-তীরে নব রবিরূপে, ধীরে
উঠেছিলে বিস্তারিয়া আলোক বিপুল।

কি করাল কাল-মেঘে ফেলিল তোমারে ঢেকে,
ডুবিলে ;—ডুবালে চির আঁধারে অকূল !
তবে যাও দেবাকাশে, হৃদিভরা অভিলাষে,
হইয়ে উদয়, তুষ্ট কর দেবকুল।

যেখানে গিয়াছ ভাই, মরণের মেঘ নাই,
নাহি দুঃখ, নাহি অশ্রু বিচ্ছেদ-আকুল ;
স্বরগের জল-বায়ু দিবে শুভ্র চির আয়ু,
সকল দেবতা, সখা, হবে অনুকূল !

তোমরা ও আমরা *

আমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,
আর তোমরা বসিয়া খাও ;
আমরা দু'বেলা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো,
আর (খেয়ে দেয়ে) তোমরা নিদ্রা যাও।
আজ এ-বিপদ্, কাল ও-বিপদ্ করি গো,
হাতের দু'খানা গহনা ও টাককড়ি গো,
"না দিলে পরম প্রমাদে, প্রেয়সি, পড়ি গো!"
বলি', ল'য়ে চম্পট দাও।

স্বাধীনচিত্ত নিত্য রাত্রে ঘুরিবে,
কত পায়ে ধরি, শুনিবে না ;
মদিরে অচিরে সাঙ্গ পাইবে, বলিবে,—
"সবি তোমাদেরি তরে দেনা!"

* কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আমরা ও তোমরা" নামক রহস্যাত্মক কবিতাটীর প্রত্যুত্তরে রচিত।

শেষ দান

সুদিনে ঘেসিয়া গায়েতে পড়িয়া ঢলি' গো,
"চন্দ্রবদনি, আর কি !" সোহাগে গলি' গো,
"জীবিতেশ্বরি," "প্রিয়তমে," "সখি," বলি' গো,
স্বর্গে তুলিয়া দাও।

যখন যা আসে শ্রীমুখে বলিয়া যাও গো,
শুনে আমরা স্তব্ধ রই ;
রক্ত-বর্ণ এমনি চাহনি চাও গো,
দেখে ভয়ে জড়সড় হই।
কথায় কথায় ধরণী ফাটাও রাগি' গো,
আমরাই যেন সব নিমিত্তের ভাগী গো,
পায়ে ধরি' সাধি অপরাধ-ক্ষমা-লাগি গো,
তবু লাথি মেরে চলে যাও।

আমরা মাতুরে পড়িয়া নিদ্রা যাই গো,
আর তোমাদের চাই গদি ;
আমাদের শাক-পাতাটা হ'লেই চলে গো,
আর তোমরা পোলাও দধি !

তথাপি যদি বা কোন কাজে পাও ত্রুটী গো,—
স্বাস্থ্যে হালুয়া-লুচি ও ব্যাধিতে রুটি গো
না হ'লে—আ মরি! কর কি সুভ্রূকুটি গো,
কিংবা চড়্‌চাপড়্‌টা দাও।

আমরা একটী চুলের বোঝার ভারে গো
সদা জ্বালাতন হ'য়ে মরি,
তোমরা, সে জ্বালা সহিতে হয় না, থাক গো
সদা এলবার্ট টেরি করি'।
আমরা দু'খানা শাঁখা ও লোহার খাড়ু গো
পেলেই তুষ্ট, কষ্ট হয় না কারু গো,
তোমাদের চটী, চুরুট ও চেন চারু গো,—
তবু খুঁতখুঁতি মেটে নাও!

———

প্রভাতে

প্রভাতে যখন পাখী গাহিল প্রভাতী—
আলোকে বসুধা ভরপুর ;
পূর্ব্বাকাশে পরকাশে তপনের ভাতি
স্নিগ্ধ, ধীর, সমীর মধুর ।

মঙ্গল-আরতি শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে,
অবিরত তব স্তুতি-গান ;
কোথায় লুকালে, প্রভু ! মুক্ত চরাচরে ?
ব'লে দাও তোমার সন্ধান !

অকস্মাৎ খুলে গেল মরমের দ্বার,
মুদিয়া আসিল দু'নয়ন ;
দেবতা কহিল ডাকি', 'মানসে তোমার
আন পূজা, করিব গ্রহণ ।'

হাসপাতাল

সন্ধ্যায়

সন্ধ্যায় উদার মুক্ত মহা ব্যোম-তলে
সুগম্ভীর নীরবতা-মাঝে,
ফুল্ল শশী কোটি কোটি দীপ্ত গ্রহ-দলে
আলোকের অর্ঘ্য ল'য়ে সাজে।

তোমারি কৃপার দান দিবে তব পদে,—
চন্দ্র তারা সবারি বাসনা ;
কিন্তু সে চরণ কোথা ? গেলে কোন্ পথে
সিদ্ধ হবে দীন উপাসনা ?

কোটি কোটি গ্রহলোকে পায়নি খুঁজিয়া,
আরাধনা হ'য়েছে বিফল ;
বিক্ষিপ্ত হৃদয় ল'য়ে নয়ন মুদিয়া
ব'সে থাকা, মন রে, কি ফল ?

হাসপাতাল

নিশীথে

নিশীথে গগন স্তব্ধ, ধরা সুপ্তি-কোলে,
গম্ভীর, সুধীর সমীরণ;
জলেস্থলে মধুগন্ধি কত ফুল দোলে,
ডুবে যায় চাঁদের কিরণ।

আমি যুক্ত করে—"এস, পূজা লও প্রভু!"
ব'লে কত ডাকিনু কাতরে,
মায়াময়! লুকাইয়া রহিলে যে তবু?
খুঁজে কি পাব না চরাচরে?

দুর্ব্বল এ ক্ষীণ দেহ ব্যাধির কবলে
কাঁদে নাথ! এ বেদনাতুর;
দেখা দিয়ে, পূজা নিয়ে, রাখ পদতলে,
চাও নাথ! বিরহ-বিধুর।

হাসপাতাল

রত্নাকর

বিমল আনন্দ ল'য়ে গিরি হ'তে নেমে আসে
কল্যাণ-রূপিণী নদী ; এ ধরা আনন্দে ভাসে।
যে নগরী পাদমূলে, বারি ঢালে তার কূলে,—
ফুটে উঠে নব শোভা, নব প্রাণ পেয়ে হাসে।

বিলায় মঙ্গল-রাশি, পিয়াসীর তৃষ্ণা নাশি'
অশান্ত আবেগে ছুটে চলে সাগরের পাশে ;
তরঙ্গিণী ক্ষুদ্র, তাই সাগরে এসেছে ভাই !
অগাধ আনন্দ-মাঝে মিশিবার মহোল্লাসে।

যার যা অভাব আছে, প্রাণ আন তার কাছে,
আসিয়াছে রত্নাকর, রত্ন পাবে অনায়াসে ;
হৃদয়ের পুণ্য-তীর্থ ! কি গভীর ! কি পবিত্র !
সাগর-সঙ্গম-যাত্রী, এস মোক্ষ-অভিলাষে।

যোগী

বিশাল-বিমুক্ত-শূন্য-চন্দ্রাতপ-তলে,
চপলা প্রকৃতি-মাঝে, অচঞ্চল, ধীর,
মৌনী, নিমিলিত-নেত্র, জ্ঞান-যোগ-বলে,
(বীরাসনে উপবিষ্ট) বিশ্বজয়ী বীর!

ভীষণ পিঙ্গল জটা ; জীর্ণ, রুক্ষ দেহ,
ভীম অনলের কুণ্ড যোগায় বিভূতি ;
ক্ষুধা, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ,
বিলাস, সম্পদ্—কুণ্ডে দিয়াছে আহুতি।

ধ্বংসশীল জগতের শত আবর্ত্তন
সমাধি-আসন-তলে সভয়ে লুটায় ;
সুখের সামগ্রী নহে আনন্দ-বর্দ্ধন,
নাহি হেন দুঃখ, যা'তে সমাধি টুটায়।

শেষ ধ্যান

স্পন্দহীন, শীতাতপসিদ্ধ, নির্ব্বিকার,
ভেদজ্ঞান-বিবর্জ্জিত, নিরুদ্ধ-ইন্দ্রিয় ;
বৃত্তি নাই, চেষ্টা নাই, দীর্ঘ নিরাহার,
অপ্রিয় নাহিক কিছু, নাহি কিছু প্রিয়।

সুপ্ত কি জাগ্রৎ ? রুদ্ধ, নিভৃত গহ্বরে
ইচ্ছাশক্তি, অনুভূতি, ধৃতি, অহমিকা
চিরলুক্কায়িত, কিংবা লুপ্ত চিরতরে,—
জানি না, বুঝি না এই গূঢ় প্রহেলিকা।

কি পেয়েছে, কি দেখেছে—কিছু নাহি বলে,
প্রশ্ন ল'য়ে উৎকন্ঠিত জীব, পদতলে।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়

উত্তুঙ্গ শিখর-শ্রেণী প্রসারি' গগনে,
সুবিশাল গিরি ওই অটল গম্ভীর,
ফল-পুষ্প-তরুলতা-তুষার-কাননে,
প্রকৃতির চিরশান্ত পবিত্র মন্দির।

লীলাময়ী নির্ঝরিণী ঝর ঝর ঝরে,
বিহগের কলকণ্ঠে মিলায়ে সঙ্গীত,
গৈরিকের রক্তরাগ মুকুতা অধরে,
নেমে আসে মাতৃরূপে জগতের হিত।

সমতলে দয়াময়ী রাখি' শ্রীচরণ,
কল্যাণ-তরঙ্গ তুলি' আনন্দে নাচিয়া,
দুই কূলে ফুটাইয়া মন্দার-কানন,
চ'লে যায় স্নেহ-নীর-ক্ষীর পিয়াইয়া।

অকূলে অর্ণব-কোলে কালের বিধানে,
মিশাইয়া প্রাণময়ী সুধা-নীর-ধারা,
আবার বাষ্পীয় রথে আরোহি' বিমানে
পিতৃকুলে কন্যারূপে হয় আত্মহারা।

চিন্তাশীল নর! ইথে নাহি মনে হয়,
ব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়?

মহাকাল

প্রহেলিকাময় চিরন্তন !
নিত্যবুদ্ধ—চিরসুপ্ত,
স্বপ্রকাশ, চিরলুপ্ত ;
অবিজ্ঞেয়, অনুভূত, ভীম নিরঞ্জন !
তোমারি প্রবাহ ধরি'
নিখিল বৈচিত্র্য-তরী
ভেসে যায়, কোথা যায় নাহি নিরূপণ ।
জীবন, মরণ, স্থিতি,
হর্ষ, প্রীতি, দুঃখ, ভীতি,
আনন্দ, উৎসব-গীতি, শোকের ক্রন্দন,—
হে অনন্ত গরীয়ান্ !
হে অখণ্ড, হে মহান্ !
সকলি ও-নির্ব্বিকার বক্ষের স্পন্দন !
প্রহেলিকাময় চিরন্তন !

জ্ঞানময় ওহে চিরন্তন !
অগণ্য গ্রহের মেলা
কবে কি করিবে খেলা,
কোন্ পলে কোন্ পথে করিবে ভ্রমণ ;
কে কোথা পড়িবে বাঁধা,
কে কোথা পাইবে বাধা,
কোন্ কোন্ গ্রহে কোথা হবে সংঘর্ষণ ;
কারণে হইবে কার্য্য,
বিধিলিপি অনিবার্য্য,
উর্ব্বরতা, অনাবৃষ্টি, ভূকম্প, প্লাবন ;
চেয়ে আছ স্থিরলক্ষ্যে !
সকলি ও-মুক্ত চক্ষে
প্রতিভাত ; যেন শুভ্র নখর-দর্পণ !
জ্ঞানময় তুমি চিরন্তন !

প্রাণময় ওহে চিরন্তন !
বিশ্ব-সজীবতা মাগি'
যে দিন উঠিলে জাগি'
অনন্তের প্রান্তে, ল'য়ে অনন্ত জীবন ;

সে হ'তে নিখিল ভবে,
অবিশ্রান্ত কলরবে,
অঙ্কুরি' উঠিছে প্রাণ মুহূর্ত্তে নূতন ;
উজ্জ্বল সুষমা-ভরা,
চির-প্রাণময়ী ধরা
মধুরাস্যে, মধুহাস্যে ভাসায় ভুবন ;
আনন্দ, উৎসাহ, বল,
আশা, প্রীতি, কোলাহল
ল'য়ে নিরন্তর করে চরণ-বন্দন !
প্রাণময় তুমি চিরন্তন !

মৃত্যুময় তুমি চিরন্তন !
ভবিষ্য মুহূর্ত্তগুলি
উৎকণ্ঠিত নেত্র তুলি'
বর্ত্তমানে হয় লীন ; কে করে বারণ ?
আঁখির পলকে হায়,
বর্ত্তমান হ'য়ে যায়
অতীতে অপুনর্লভ্য, চির অদর্শন !
কর্ম্মের সমীর-ভরে,
মহাসিন্ধু-বক্ষ'পরে
জীবন-বুদ্বুদ-শ্রেণী উঠে অগণন ;

মুহূর্ত্তে অকূলে ভাসি'
মিলায় সে বিশ্বরাশি
তব বক্ষে, সর্ব্বগ্রাসী ওহে বিভীষণ !
মৃত্যুময় তুমি চিরন্তন !

ক্ষণিক এ সুখদুঃখ

পরিত্রাণ যদি মোর, ভগবান্, নাহি কর তুমি,
দুঃখ নাই ; গরলে কি ভীত হয় গরলের ক্রিমি ?
দীনবন্ধু, দুঃখ এই, পরিত্রাতা বলে তোমা সবে,—
সেই চিরনিষ্কলঙ্ক যশোরাশি মলিন যে হবে !

তোমার পৃথিবী, নাথ, করিয়াছ সুখ-রঙ্গালয় ;
দেখেছি দাঁড়ায়ে দূরে, করি নাই কভু অভিনয় ;
পলে পলে পটক্ষেপ, আশঙ্কায়—আকাঙ্ক্ষায় দুখ,
পদে পদে পদচ্যুতি, তবু প্রেম দাও—এই সুখ !

আজীবন সুখদুঃখ এ ভীষণ তরঙ্গ-মাঝারে,
এ দীনের ক্ষীণ প্রাণ আকুলিত অকূল পাথারে ;
ক্ষণিক এ সুখদুঃখ লহ, প্রভু, চাহি না যে আর,
চিরানন্দ ক'রে দাও এ হৃদয় তন্ময় আমার !

বিদায়-লিপি

একস্‌টেম্‌পোর পত্র পেয়ে
হয়েছি অবাক্‌ !
হাজার হ'লেও, দাদা,
মরা হাতী লাখ।

তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা
হ'ল না সফল,—
জীবন ফুরায়ে গেল,
ভেঙ্গে যায় কল।

আর তো হ'ল না দেখা;
কর আশীর্ব্বাদ—
এড়িবে সমস্ত দুঃখ,
বেদনা, বিষাদ।

বড় যে বাসিতে ভাল,
শিখাইতে কত,
ছাপা'ল কবিতা তাই,
সে "নব্যভারত"।

শেষ দান

দাও, ভেসে যেতে দাও তারে।
ঐ প্রেমময় পরমেশ-পাদোদক!
তাহার চরণামৃত ছুটেছে যে অশ্রুরূপে,
তারে দিও না গো বাধা।

যেতে দাও!
আমার মরাল-মন ঐ চ'লে যায় কার গান গেয়ে,
শোন। ঐ স্রোতোবেগে, মধুর তরঙ্গ তুলি',
যেতে দাও!

মুছিও না, ওটিও চলিয়া যাক্
আসিয়াছে যেথা হ'তে,—
সে চরণে ফিরে চ'লে যাক্।

দিয়ে যাক্ এ তৃষায় কাতর
পৃথিবীরে সুশীতল সুমধুর ধারা,—
অমর করিয়া যাক্ বহি।

শেষ দান

বিদায় বিদায়, ভাই,
চিরদিন তরে,
মুমূর্ষুর হিতাকাঙ্ক্ষা
রেখ মনে ক'রে।

একান্ত নির্ভর আমি
করেছি দয়ালে,
মারে সেই রাখে সেই—
যা থাকে কপালে।

প্রীতি দিও তথাকার
প্রিয় বন্ধুগণে,
ভক্তি দিও তথাকার
নমস্য সুজনে। *

হাসপাতাল

---

* মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে কবিবরের পরমবন্ধু প্রথিতযশাঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উচ্ছ্বসিত কবিতায় লিখিত পত্রের উত্তরে রচিত।

ঐ অশ্রুটুকু এ জীবন-মরালের পাথেয় মধুর,
সেটুকু নিও না কেড়ে ;
দিতে চাই তারি পদতলে—
যে দিয়েছিল অশ্রুভিক্ষা।

আমার দয়াল অই—
ব'সে আছে নিরজনে!
আমারে দিও না বাধা,—
ভেসে যাই একমনে! *

হাসপাতাল

---

* এই কবিতাটি বঙ্গসাহিত্যে কবিবরের শেষ দান; কয়েক দিন পরেই তাঁহার লেখনী চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছিল।